আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর উত্তম চরিত্র

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

09- November - 2017

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেন না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেন **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ্ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রঊফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় **আল্লাহ্ তায়ালা** একজন ফিরিশতা আমার কবরে নিযুক্ত করেছেন, যাকে সকল সৃষ্টির আওয়াজ শুনার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার প্রতি দরূদ পাক পাঠ করে তবে সে আমাকে তার নাম এবং তার পিতার নাম সহ পেশ করে দেয়। বলে যে, অমুকের ছেলে অমুক **আপনার** (صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) প্রতি দরূদ পাক পাঠ করেছে। (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, ১০/২৫১, হাদীস: ১৭২৯১)

হে করম হি করম কেহ সুনতে হে,   আ'প খোশ হো কে বারবার দুরূদ।
যাতে ওলায়া পে বার বার দুরূদ,   বার বার অউর বে শুমার দুরূদ।

(যওকে নাত, ৮৬-৮৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِیَّۃُ الۡمُؤۡمِنِ خَیۡرٌ مِّنۡ عَمَلِہٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

❋ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ❋ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ❋ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ❋ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ❋ تُوۡبُوۡا اِلَی اللّٰہ! ,اُذۡکُرُوا اللّٰہ! ,صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ❋ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর বরকতময় সত্তায় যেমনিভাবে বিভিন্ন গুনাবলী যেমন; ইবাদত ও রিয়াযত, তাকওয়া ও পরহেযগারী, ইশকে রাসূল ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে উৎকর্ষতা অর্জিত ছিলো, তেমনিভাবে উত্তম চরিত্রের (Politeness) বিষয়েও মুসলমানের মনতুষ্টি, নম্রতা, ক্ষমাপরায়নতা ইত্যাদির গর্বিত ও অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তাঁর মোবারক চরিত্রের বর্ণনা করার জন্য এই সংক্ষিপ্ত সময় যথেষ্ট নয়। সুতরাং আজ আমরা আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর চরিত্রের একটি দিক অর্থাৎ

তাঁর উত্তম চরিত্র সম্পর্কে ঈমান তাজাকারী ঘটনাবলী শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। আসুন! সর্বপ্রথম একটি ঘটনা শুনি:

মনের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেলো

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দাওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه তাঁর রিসালা **"বেরেলী থেকে মদীনা"** এর ১৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত করেন: মদীনাতুল মুর্শিদ বেরেলী শরীফে এক ব্যক্তি ছিলো, যে বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الۡمُبِيۡن গুরুত্বই দিতো না। তার বংশের কিছু লোক আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেছিলো। তারা একদিন কোনভাবে বুঝিয়ে তাকে আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর সাথে সাক্ষাতের জন্য নিয়ে গেলো। পথে এক মিষ্টির দোকানে গরম গরম আমৃতি (জিলাপীর ন্যায় মিষ্টি দ্রব্য) ভাজা হচ্ছিলো, তা দেখে ঐ লোকটির জিবে পানি এসে গেলো। বলতে লাগলো: এটি খাওয়াও তবে তোমাদের সাথে যাবো। তারা বললো যে, ফিরার পথে খাওয়াব, আগে চলো। অবশেষে সবাই আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে গেলো। ইতিমধ্যে এক ভদ্রলোক গরম গরম আমৃতির পাত্র নিয়ে দরবারে উপস্থিত হলো, ফাতিহা খানির পর সকলের মাঝে বিতরণ করা হলো। আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর দরবারের নিয়ম ছিল যে, সম্মানিত সায়্যিদগণ ও দাঁড়িওয়ালাদের দ্বিগুণ দেয়া হতো, যেহেতু ঐ ব্যক্তির দাঁড়ি ছিলো না সেহেতু তাকে একটি আমৃতি দেয়া হলো। আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বললেন: তাকে দু'টি দিন। বন্টনকারী আরয করলো: হুযুর! তার তো দাঁড়ি নেই। আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ মুচকি হেসে বললেন: তার মন চাচ্ছে, তাকে আরেকটি দিন। এ কারামত দেখে সে আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর মুরীদ হয়ে গেলো এবং বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الۡمُبِيۡن প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলো।

মুস্তফা কা ওহ লাডলা পেয়ারা, ওয়াহ কিয়া বা'ত আ'লা হযরত কি।
গাউছে আযম কি আঁখ কা তারা, ওয়াহ কিয়া বা'ত আ'লা হযরত কি।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানা গেলো, **আল্লাহ্ তায়ালার** নেক বান্দাগণ তাঁরই প্রদানকৃত ক্ষমতায় মানুষের মনের কথাও জেনে থাকেন। যেমনটি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِتَّقُوۡا فَرَاسَۃَ الۡمُؤۡمِنِ فَاِنَّہٗ یَنۡظُرُ بِنُوۡرِ اللّٰہِ অর্থাৎ মুমিনের অর্ন্তদৃষ্টি ও বিচক্ষনতাকে ভয় করো, তাঁরা **আল্লাহ্ তায়ালার** নূর দ্বারা দেখে থাকেন। তাইতো আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ আপন মুমিন সূলভ অর্ন্তদৃষ্টি দ্বারা সেই ব্যক্তির মনের অবস্থা সম্পর্কে জেনে নিয়ে স্নেহের উৎকর্ষতায় এবং উত্তম আচরণ করে তাকে দু'টি আমৃতি দিতে বললেন, অন্যথায় নিয়ম অনুযায়ী দাঁড়ি ওয়ালা এবং সৈয়দ বংশীয়দেরই দ্বিগুণ দেয়া হতো। তাঁর উত্তম চরিত্রের বরকতে সেই ব্যক্তি শুধু আউলিয়ায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام ভক্ত হয়ে গেলো না বরং তাঁর মুরীদও হয়ে গেলো। আমাদেরও উচিৎ যে, আমরা যেনো আমাদের সত্তায় উত্তম চরিত্রের সুন্দর গুণটি সৃষ্টি করার চেষ্টা করি, কেননা যে ব্যক্তির মাঝে এই সুন্দর গুণটি পাওয়া যায়, তার দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণ অর্জিত হয়। উত্তম চরিত্রের ফযীলত সম্বলিত **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দু'টি হাদীসে মোবারাকা শ্রবণ করে আমলের প্রেরণা সৃষ্টি করি।

(১) ইরশাদ হচ্ছে: নিশ্চয় অসৎ চরিত্র এবং অশ্লিল কথোপকথন ইসলামের মধ্যে নয় আর নিশ্চয় মানুষের মধ্যে ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে উত্তম হলো সেই, যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উত্তম চরিত্রের অধিকারী।

(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৭/৪১০, নম্বর: ২০৮৭৪)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি প্রিয় এবং আখিরাতে আমার সবচেয়ে বেশি নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে তোমাদের মধ্যে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে এবং তোমাদের মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি অপছন্দনীয় এবং আখিরাতে আমার থেকে সবচেয়ে দূরে ঐ ব্যক্তি হবে, যে তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী হবে। **(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৬/২২০, নম্বর-১৭৭৪৭)**

হুসনে আখলাক মিলে ভিক মে ইখলাস মিলে, এক ভিখারী হে খাড়া আ'প কে দরবার কে পাস।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৩৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, মানুষের মধ্যে ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে উত্তম এবং কিয়ামতের দিন **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তি সে হবে, যার চরিত্র সবচেয়ে বেশি উত্তম হবে। আমাদের উচিৎ, অসৎ চরিত্র থেকে বিরত থেকে যেকোন অবস্থায় উত্তম চরিত্র থেকে বিচ্ছুত না হওয়া। আসুন! এসম্পর্কে আরো শ্রবণ করি যে, উত্তম চরিত্র এবং মন্দ চরিত্র কাকে বলে? এর পরিচয় কি? কেননা যতক্ষণ পর্যন্ত এর পরিচয় জানবো না, ততক্ষণ পর্যন্ত উত্তম চরিত্রকে আপন করে নেয়া এবং খারাপ চরিত্র থেকে বিরত থাকতে পারবো না। এজন্যই প্রথমে এর সংজ্ঞা (Definitions) শ্রবণ করে নিই।

উত্তম চরিত্র এবং দুশ্চরিত্রের সংজ্ঞা

আখলাক (চরিত্র) হচ্ছে "খুলুক" এর বহুবচন এবং খুলুক এর ব্যাখ্যায় মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব **"ইহইয়াউল উলুম"** ৩য় খন্ডের ১৬৫ পৃষ্ঠায় হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: খুলক (অভ্যাস) নফসের মাঝে বিদ্যমান এমন একটি অবস্থার নাম, যার কারণে কাজ সহজেই হয়ে যায়। (একে কাজে পরিনত করতে কোন) চিন্তা ভাবনার প্রয়োজন হয়না। যদি নফসে বিদ্যমান অবস্থা এমন হয় যে, এর কারণে ভাল কাজ এভাবে সম্পন্ন হয়ে যায় যে, তা বিবেকগতভাবে এবং শরয়ীভাবে পছন্দনীয় হয়, তবে তাকে উত্তম চরিত্র বলা হয় এবং যদি এর কারণে মন্দ কাজ এভাবে সম্পন্ন হয়ে যায় যে, তা বিবেকগতভাবে এবং শরয়ীভাবে অপছন্দনীয় হয়, তবে তাকে অসৎ চরিত্র মনে করা হয়। এই সংজ্ঞা দ্বারা এটা জানা গেলো, যে ব্যক্তি কখনো কখনো কোন অস্থায়ী প্রয়োজন বা সাময়িক উৎসাহ ও প্রেরণার কারণে কোন উত্তম কাজ করলো, যেমন; সম্পদ ব্যয় করলো বা রাগ দমন করে নিলো, তবে এই অবস্থাও যদিওবা প্রসংশার দাবীদার কিন্তু সত্যিকার উদারতা এবং ধৈর্য্য তখনি নসীব হবে, যখন এই বিষয়গুলো স্বভাবের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! উত্তম চরিত্র এটা নয় যে, আমরা শুধু সম্পদশালী বা উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোকদের সাথে মেলামেশা রাখবো এবং শুধু তাদের সাথেই সদাচরণ ও আন্তরিকতা সহকারে আচরণ করবো আর যখন কোন

www.dawateislami.net

গরীব ও অসহায় বা নিম্ন পর্যায়ের ব্যক্তি আমাদের সাথে দেখা করতে চায় বা কোন কথা বলতে চায় তবে তার থেকে মূখ ফিরিয়ে নেবো বা মূখ ভেংচিয়ে অমনোযোগী হয়ে তার কথা শুনবো বরং উত্তম চরিত্র তো এটাই যে, ধনী হোক বা গরীব, মালিক হোক বা চাকর, নিগরান হোক বা অধিনস্ত সবার সাথেই একই রকম আচরণ করা এবং প্রত্যেকের সাথে উত্তম চরিত্র সহকারে সদাচরণ করা, যেভাবে ধনীদের সম্মান করা হয়, তাদের শ্রদ্ধা করা হয়, তাদের দাওয়াত গ্রহণ করা হয়, গরীবদের সাথেও এমনি আচরণ করা চাই। আমাদের আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর উত্তম চরিত্রের অবস্থা এমন ছিলো যে, যদি কোন গরীব এবং অসহায় ব্যক্তি তাঁকে দাওয়াত (Invite) করতো, তবে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ নিজের শত ব্যস্ততা সত্বেও খুশিমনে তার মনতুষ্টির জন্য দাওয়াত গ্রহণ করে নিতেন।

এক গরীব, এতিম শিশুর মনতুষ্টি

খলিফায়ে আ'লা হযরত, হযরত মাওলানা সৈয়দ আইয়ুব আলী রযবী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: এক অল্প বয়সী সাহেবজাদা একেবারেই নিঃসংকোচে সাধারণ ভাবে দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: আমার আম্মাজান আপনাকে দাওয়াত করেছেন, কাল সকালে ডেকেছেন। আ'লা হযরত (رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: আমাকে দাওয়াতে কি খাওয়াবে? এতে সেই সাহেবজাদা নিজের জামার আস্তিন যা দু'হাতে ধরে রেখেছিলো তা ছড়িয়ে দিলো, যাতে কলইয়ের ডাল এবং দু'চারটি মরিচ ছিলো, বলতে লাগলো, দেখুন না! এই ডাল এনেছি। হুযুর তার মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন: আচ্ছা! আমি এবং সে (অর্থাৎ হাজী কিফায়ত উল্লাহ্ রযবী সাহেব) কাল সকাল দশটায় আসবো, অতঃপর হাজী কিফায়ত উল্লাহ্কে বললেন: বাড়ির ঠিকানা জেনে নিন। সাহেবজাদা বাড়ির ঠিকানা বলে আনন্দচিত্তে চলে গেলো। পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে আ'লা হযরত (رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ) লাঠি মোবারক হাতে নিয়ে বাইরে তাশরীফ আনলেন এবং হাজী সাহেবকে বললেন: চলুন। তিনি আরয করলেন: কোথায়? বললেন: সেই সাহবজাদার ওখানে দাওয়াতে যাওয়ার ওয়াদা যে করেছিলাম, আপনি কি বাড়ির ঠিকানা জেনে নিয়েছেন নাকি নেননি? আরয করলো: জি হুযুর, যখন বাড়িতে পৌঁছলেন তখন সেই সাহেবজাদা

www.dawateislami.net

দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো, হুযুরকে দেখেই এরূপ বলতে বলতে দৌড় দিলো! মৌলবী সাহেব এসে গেছেন, দরজার পাশেই একটি খুঁড়ে ঘর ছিলো, সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো, কিছুক্ষণ পর একটি ময়লা চাটাই (তাঁকে বসানোর জন্য) নিয়ে আসা হলো এবং থালায় করে মোটা মোটা বাজরার (এক প্রকার শষ্য) রুটি ও মাটির রেকাবীতে সেই কলইয়ের ডাল যাতে মরিচের টুকরো পরে ছিলো, সামনে এনে রেখে দিলো এবং বলতে লাগলো: খান! হুযুর বললেন: ঠিক আছে, খাচ্ছি! হাত ধোয়ার জন্য পানি নিয়ে আসুন। এদিকে সেই সাহেবজাদা পানি আনতে গেলো এবং ওদিকে হাজী সাহেব বললো: হুযুর এই বাড়িটি ঢোল বাদকের। হুযুর একথা শুনে (পরম খোদাভীতির কারণে) দুঃখিত হলেন, ততক্ষণে সেই সাহেবজাদা পানি নিয়ে উপস্থিত হলো, হুযুর জিজ্ঞাসা করলেন: আপনার পিতা কোথায় এবং কি করেন? দরজার পর্দার আড়াল থেকে সেই সাহেবজাদা মা বললো: হুযুর! আমার স্বামির ইন্তিকাল হয়ে গেছে, তিনি কোন এক কালে ডঙ্কা বাজাতো, এরপর তাওবা করে নিয়েছিলো, এখন শুধু এই ছেলেটিই আছে, যে শ্রমিকদের সাথে পরিশ্রম করে। হুযুর (খুশিতে) اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ বললো এবং খাবার খেতে শুরু করলো, কিন্তু মনের মধ্যে হাজী সাহেবের এই খেয়াল আসছিলো যে, হুযুরের তো খাবারে অনেক সতর্কতা, এই রুটি তাও আবার বাজরার এবং এর সাথে কলইয়ের ডাল কিভাবে খাবেন। কিন্তু কোরবান সেই চরিত্র এবং আন্তরিকতার প্রতি, মেজবানকে খুশি করার জন্য পেট ভরে খেলেন, সেখান থেকে ফেরার পথে হাজী সাহেবের সন্দেহ দূর করার জন্য বললেন: যদি এরূপ একনিষ্ঠ দাওয়াত প্রতিদিন হতো তবে আমি প্রতিদিনই গ্রহণ করতাম।

(হায়াতে আ'লা হযরত, ১/১২১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ সেই গরীব ছেলেটির মনতুষ্টির জন্য দাওয়াত গ্রহণ করে নিজের ভক্তদেরকে উত্তম চরিত্রের কিরূপ সুন্দর শিক্ষা দিলেন। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, ধনীদের ভাল এবং উন্নত খাবারের স্বাদ গ্রহণ করার জন্য শুধু তাদেরই দাওয়াত গ্রহণ না করা বরং আনন্দচিত্তে গরীবের দাওয়াতও গ্রহণ করে তাদের ডাল রুটি খেয়েও তাদের মনতুষ্টির কারণ হওয়া, কেননা দাওয়াত গ্রহণ করা তো আমাদের **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর অতি প্রিয় সুন্নাত। যেমনটি **হুযুর পূরনূর**

صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে: যদি আমাকে ছাগলের পায়ারও দাওয়াত দেয়া হয়, তবে আমি গ্রহণ করবো এবং যদি আমাকে ছাগলের বাহুও উপহার স্বরূপ দেয়া হয়, তবে আমি গ্রহণ করবো। (বুখারী, কিতাবুন নিকাহ, বাবু মান আজাবা..., ৩/৪৫৫, হাদীস: ৫১৭৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! দাওয়াত গ্রহণ করা সম্পর্কীত **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি:

(১) ইরশাদ হচ্ছে: যখন তোমাদের মধ্য হতে কাউকে তার ভাই বিবাহ বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়, তবে তার উচিৎ (দাওয়াত) কবুল করা।

(মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ, ৫৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৫১৩)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: যখন তোমাদের মধ্যে কাউকে খাবারের দাওয়াত দেয়া হয়, তবে তা অবশ্যই গ্রহণ করো, অতঃপর চাইলে খাবে, না চাইলে খাবে না।

(মুসলিম, কিতাবুন নিকাহ, ৫৭৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৫১৮)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদেরও উচিৎ, ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে এমন দাওয়াত, যা শরীয়াত বিরোধী নয় তা গ্রহণ করা এবং এতে ধনী গরীবের পার্থক্য মিটিয়ে সকল মুসলমান ভাইয়ের মনতুষ্টির নিয়্যতে সম্ভব হলে অংশ গ্রহণও করা। এমন যেনো না হয় যে, ধনী বা মর্যাদাবান ব্যক্তিরা আমাদের ডাকলে আমরা দ্রুত সম্মতি জানাবো আর যদি কোন গরীব একনিষ্ঠ নিয়্যতে আমাদের দাওয়াত দেয়, তবে আমাদের ঘরের প্রয়োজনীয় কাজের কথা মনে পড়ে যায় বা **আল্লাহ্**র পানাহ! গর্ব ও অহঙ্কারের কারণে তার দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার করে দিবো।

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: দাওয়াত কবুল করাতে ধনী গরীব যেনো সামনে না আসে, কেননা এটি অহঙ্কার, যা নিষেধ। অনেক অহঙ্কারী ব্যক্তি শুধুমাত্র ধনীদের দাওয়াতই গ্রহণ করে থাকে, গরীবদের নয়, এটি সুন্নাতের বিপরীত, কেননা **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গোলাম ও মিসকিন সবারই দাওয়াত কবুল করতেন।

(ইহইয়াউল উলুম, ২/৪৫)

মে গরীব বে সাহারা কাহাঁ অউর হে গুযারা, মুঝে আ'প হি নিবানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।
তেরে সুন্নাতে পে চল কর মেরী রূহ জব নিকাল কর, চলে তু গলে লাগানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪২৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর উত্তম চরিত্র সম্পর্কে শুনছি। যদি কেউ তাঁর জন্য অশালিন বাক্য ব্যবহার করতো, তবে তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ধৈর্য্য ও বিনয় এবং ক্ষমা পরায়নতা অবলম্বন করতেন এবং নিজের সত্তার জন্য রাগ করা ও তার থেকে প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য ক্ষমা (Forgive) করে দিতেন।

কারো প্রশংসা ও নিন্দার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতেন না

একবার গালাগালিতে ভরা একটি চিঠি এলো, পাঠকারী কয়েক লাইন পড়ে চিঠিটি আলাদা করে রেখে আরয করলো: হুযুর! কোন বদ মাযহাবী তার শত্রুতার প্রমাণ দিয়েছে। হালকায় ভক্তদের আসরে অংশগ্রহণ কারী এক নতুন মুরীদ সেই চিঠিটি নিয়ে পড়তে লাগলো। ঘটনাক্রমে চিঠি প্রেরণকারীর যে নাম ও ঠিকানা ছিলো, তা সেই ব্যক্তির পাশেই ছিলো। নতুন মুরীদের অনেক বেশি দুঃখ অনুভূত হলো। সেই সময় তো চুপ ছিলো, কিন্তু যখন আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মাগরীবের নামাযের পর নিজের বিশেষ কক্ষের দিকে যেতে লাগলেন, তখন তাঁকে সেই মুরীদ পথরোধ করে আরয করলো: সেই সময় যে চিঠিটি আমি পড়েছি, তা কোন পাষাণ হৃদয়ের ব্যক্তি গালি লিখে পাঠিয়েছে। আমার পরামর্শ হলো তার বিরুদ্ধে মামলা করা হোক। এমন লোকদের শাস্তি দেয়া উচিৎ, যেনো অন্যান্যদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় হয়, অন্যথায় অন্যদেরও এরূপ সাহস হবে।

সহিষ্ণুতা এবং লজ্জার প্রতিচ্ছবি, আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাঁর নতুন মুরীদের কথা শুনে এই কথা বলে ভিতরে চলে গেলেন: বসুন! আমি এখুনি আসছি। অতঃপর দশ পনেরটি চিঠি মোবারক হাতে নিয়ে বাইরে তাশরীফ আসলেন এবং বললেন: এগুলো একটু পড়ুন! তা দেখে পাশে বসা লোকেরা খুবই আশ্চার্য হলো যে, জানি এগুলো আবার কোন ধরনের চিঠি? সম্ভবত এরূপ গালি সম্বলিত চিঠি হয়তো। যা পড়ানোর এটাই উদ্দেশ্য হবে যে, এরূপ চিঠি আজকে কোন নতুন বিষয় নয়, বরং অনেকদিন ধরেই আসছে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি চিঠি পড়ে যাচ্ছেন আর তার চেহারা খুশিতে ভরে যাচ্ছে। যখন সব চিঠি পড়ে নিলো তখন আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: প্রথমে এই প্রসংশাকারীদের বরং প্রশংসার ফুলের মালা সাজানো ব্যক্তিদের

কৃতজ্ঞতা ও উপহার, ধন সম্পদ দিয়ে মালামাল করে দিন, অতঃপর গালি দানকারীদের শাস্তি দেওয়ানোর চিন্তা করুন। আদব সম্পন্ন ও অতি উৎসাহি মুরীদ আরয করলো: হুযুর! মন তো এটাই চায় যে, তাদের সবাইকে উপহার সামগ্রী দেয়ার, যা শুধু তাদের নয় বরং তাদের বংশধরদের জন্যও যথেষ্ট হবে। কিন্তু এটা আমার সাধ্যের বাইরে। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: যদি আপনি ভক্তদেরকে পুরস্কৃত করতে না পারেন, তবে বিরুদ্ধবাদীদের ক্ষতিও করবেন না।

(আ'লা হযরত কি ইনফিরাদী কৌশিশ, ২৫ পৃষ্ঠা)

হে ফালাহ ও কামরানি নরমী মে,
হার বনা কা'ম বিগড় জা'তা হে নাদানি মে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কিরূপ উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন যে, নিজের বিরুদ্ধে অশালিন বাক্যালাপকারীর প্রতি প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে তাদের ক্ষমা করে দিতেন। সুতরাং আমাদেরও আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর এই আচরনের প্রতি আমল করে ভূলকারীদের, ইচ্ছাকৃত কষ্ট দানকারীদের, গালি দাতাদেরকে **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ক্ষমা করার অভ্যাস গড়া উচিৎ, কেউ যতই রাগান্বিত করুক না কেন আমাদের ধৈর্য্যের আঁচল কখনোই ত্যাগ করা উচিৎ নয়। মনে রাখবেন! কারো ভূলের প্রতিশোধ নেয়ার ক্ষমতা থাকা সত্বেও তাকে ক্ষমা করে দেয়া এমন উত্তম অভ্যাস যে, যদি আমরা তা গ্রহণ করে নিই, তবে আমাদের সমাজ নিরাপদ ও প্রশান্তির নীড় হয়ে যেতে পারে এবং এভাবেই ঝগড়া বিবাদ এবং যাবতীয় ফিতনা স্বেচ্ছায় দূর হয়ে যাবে। অপরকে ক্ষমা করার অভ্যাস গড়তে আমাদেরকে নিজের রাগের প্রতি নিয়ন্ত্রন আনতে হবে, কেননা রাগ মানুষের স্বভাবের অন্তর্ভূক্ত একটি অনিয়ন্ত্রিত গুণ, কেননা প্রায় এর দ্বারা ঝগড়া বিবাদ, দুই ভাইয়ের মাঝে বিচ্ছিন্ন, স্বামী স্ত্রীর মাঝে তালাক, পরস্পর ঘৃণা এবং হত্যাযজ্ঞ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, এমন পরিস্থিতিতে আমাদেরকে আমাদের বুযুর্গদের কর্মপদ্ধতির প্রতি আমল করে নিজের সত্তার জন্য রাগ করার পরিবর্তে ক্ষমা পরায়নতা অবলম্বন করা উচিৎ। যেমনটি

www.dawateislami.net

নিজের সত্তার জন্য প্রতিশোধ নিলেন না

আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ নেশাকারী এক ব্যক্তিকে শাস্তি দেয়ার জন্য ইচ্ছা করলেন, তখন সে তাঁর সাথে মন্দ আচরণ করতে লাগলো। তিনি رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ তাকে ছেড়ে দিলেন। লোকেরা আরয করলো: হে আমিরুল মুমিনিন! যখন সে আপনাকে গালি দিলো তখন আপনি তাকে ছেড়ে দিলেন? বললেন: এই জন্য ছেড়ে দিয়েছি যে, সে আমাকে রাগান্বিত করে দিয়েছিলো, এখন যদি আমি তাকে শাস্তি দিতাম, তবে তা আমার নিজের রাগের জন্য হতো এবং আমি চাইনা যে, কোন মুসলমানকে নিজের ব্যক্তিগত সম্মানের কারণে কোন শাস্তি দিই। (ইহইয়াউল উলুম, ৩/২২৩)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি কেউ মিথ্যা বলে নিজের কাজ করে নিতে চায় এবং আমরা জানিও যে, এই ব্যক্তি মিথ্যা বলছে তবে এমন পরিস্থিতিতেও উত্তম চরিত্র ঐ বিষয়ের চাহিদা রাখে যে, তার প্রতি কঠোরতা করার পরিবর্তে নম্রতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত এমন পদ্ধতি অবলম্বন করা ব্যাপারটি সুন্দরভাবে সমাধান হয়ে যায়, আমাদের আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর উত্তম চরিত্রের এমন অবস্থা ছিলো যে, একদিন কেউ তাঁর সামনে মিথ্যা বলে কাজ আদায় করলে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ অর্ন্তদৃষ্টির মাধ্যমে তার মিথ্যা বলা সম্পর্কে জেনে গেলেন, অতঃপর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ তার সাথে কঠোরতা প্রদর্শন এবং সবার সামনে তাকে অপমান ও অপদস্ত করার পরিবর্তে ভালবাসা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত ব্যাপারটি সমাধান করলেন। যেমনটি

অর্ন্তদৃষ্টির মাধ্যমে বাস্তব অবস্থা জেনে নিলেন

এত ব্যক্তি আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর মহান খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: আমার স্ত্রী মারা গেছে, ঘরে লাশ পড়ে আছে, কাফন ও দাফনের জন্য আমার কাছে একটি পয়সাও নেই, হুযুর আমাকে সাহায্য করুন। সায়্যিদী আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ তাঁর অর্ন্তদৃষ্টি দ্বারা তার চালবাজি সম্পর্কে জেনে নিলেন, কিন্তু তবুও তাকে অপদস্ত করে বের করে দিলেন না, বরং কিছু টাকা হাজী যাকাউল্লাহ্

www.dawateislami.net

খাঁন সাহেব কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে দিয়ে বললেন যে, আপনি তার সাথে চলে যান এবং কাফন ইত্যাদির ব্যবস্থা করে দিন। তিনি আদেশ অনুযায়ী তার সাথে যান এবং কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে যে টাকা নিয়ে গিয়েছিলো তা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে ফিরিয়ে দিলো এবং আরয করলো যে, সেই ব্যক্তি কিছুদূর গিয়ে আমাকে বললো যে, ভাই! লাশ ইত্যাদি কিছুই নয়, আসলে বিষয়টি হলো যে, আমার কাছে যে টাকা ছিলো, তা আমি জুয়া খেলে হেরে গেছি, সুতরাং যে টাকা আপনি নিয়ে এসেছেন তার অর্ধেক আপনি রেখে দিন এবং বাকী অর্ধেক আমাকে দিয়ে দিন।

(ফয়যানে আ'লা হযরত, ৪০৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! একটু ভাবুন তো! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সংশোধন করার পদ্ধতি কিরূপ উত্তম চরিত্র দ্বারা ভরপুর ছিলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ অর্ন্তদৃষ্টি দ্বারা জেনে নিলেন যে, এই ব্যক্তি মিথ্যা বলছে, তার ঘরে কারো মৃত্যু হয়নি, তবুও সেই ব্যক্তিকে অপমান ও অপদস্ত করার পরিবর্তে এমন বুদ্ধিমত্তা অবলম্বন করলেন যে, সেই ব্যক্তি নিজের মন্দ ইচ্ছায় বিফল হলো। এমনিভাবে এই ঘটনা থেকে এটাও জানা গেলো, কোন মুসলমানের এটা শোভা পায় না যে, ধোকা দিয়ে কাজ আদায় করে কোন মুসলমানের ক্ষতি করা। আসুন! এপ্রসঙ্গে দু'টি **হাদীসে মোবারাকা** লক্ষ্য করি।

(১) ইরশাদ হচ্ছে: সত্যবাদিতাকে নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও, কেননা এটি নেকীর সাথেই এবং এই দু'টি জান্নাতে নিয়ে যাবে আর মিথ্যা থেকে বিরত থাকো, কেননা এটি গুনাহের সাথেই এবং এই দু'টি জাহান্নামে নিয়ে যাবে।

(আস সাকাতু লি ইবনে হাব্বান, বাবুল কাযাব, ৭/৪৯৪, নম্বর-৫৭০৪)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: যে আমাদের সাথে ধোকাবাজি করে, সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয় আর প্রতারণা ও ধোকা জাহান্নামে নিয়ে যায়।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, কিসমুল আকওয়াল, ২য় অধ্যায়, ২/২১৮, হদীস নং-৭৮২১)

দরদে ছর হো ইয়া বুখার আ'য়ে তড়প জা'তা হোঁ,
মে জাহান্নাম কি সাজা কেয়সে সহোঙ্গা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৮৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি হলো "সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর চরিত্রের উপর আমল করার প্রেরণা পেতে **দাওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন এবং ১২টি মাদানী কাজে অংশগ্রহণ করুন। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে সাপ্তাহিক একটি মাদানী কাজ হলো **"মাদানী মুযাকারা"**।

❁ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **"মাদানী মুযাকারা"** দেখতে ও শুনতে থাকার বরকতে শরীয়াতের বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করার মানসিকতা নসীব হয়। ❁ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আশিকানে রাসূলের সহচর্য অর্জিত হয়। ❁ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আমলের প্রেরণা বৃদ্ধি পায়। ❁ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে গুনাহের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। ❁ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে **দাওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব নসীব হয়। ❁ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **"দাওয়াতে ইসলামী"**র সাম্প্রতিক তথ্য (Updates) জানা যায়। ❁ **মাদানী মুযাকারা** ইলমে দ্বীনে উন্নতির সোপন। ❁ **মাদানী মুযাকারা** হচ্ছে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর জীবনের হাজারো বরং অসংখ্য অভিজ্ঞতা থেকে মাদানী প্রশিক্ষণ অর্জনের উত্তম উপায়। ❁ **মাদানী মুযাকারা**য় দ্বীনি জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি চারিত্রিক প্রশিক্ষণও হয়ে থাকে। ❁ **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর নিকট করা বিভিন্ন প্রশ্নের চমৎকার উত্তরের আদলে ইলমে দ্বীন অর্জিত হয় এবং ইলমে দ্বীনের ফযীলত সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ বলেন:

এক হাজার রাকাত নফল নামায থেকে উত্তম

হুযুর নবীয়ে করীম صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করেন: হে আবু যর (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنۡهُ)! তোমার এই অবস্থায় ভোর হওয়া যে, তুমি **আল্লাহ্ তায়ালা**র কিতাব থেকে একটি আয়াত শিখেছো, তবে তা তোমার জন্য একশত (১০০) রাকাত নফল নামায আদায় করা থেকে উত্তম এবং তোমার এই অবস্থায় ভোর হওয়া যে, তুমি ইলমের একটি অধ্যায় শিখেছো, যার উপর আমল করা হোক বা না হোক, তবে তা তোমার জন্য এক হাজার (১০০০) রাকাত নফল নামায আদায় করা থেকে উত্তম।

(ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, ১/১৪২, হাদীস: ২১৯)

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ অনেক ইসলামী ভাই **মাদানী মুযাকারা**র বরকতে নিজের গুনাহে ভরা জীবন থেকে তাওবা করে নিয়েছে। তাই আসুন! এখনই নিয়্যত করে নিই যে, আমরাও সাপ্তাহিক **"মাদানী মুযাকারা"**য় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করাকে নিশ্চিত করবো এবং অপর ইসলামী ভাইদেরও **মাদানী মুযাকারা**য় অংশগ্রহণ করার দাওয়াত দিতে থাকবো, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ এর অসংখ্য বরকত অর্জিত হবে। সাপ্তাহিক **মাদানী মুযাকারা** ছাড়াও বিভিন্ন সময়েও **মাদানী মুযাকারা** অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, যা লাখো আশিকানে রাসূল দেখার এবং শুনার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে, যেমন; মুহাররামুল হারামের **১০দিন মাদানী মুযাকারা**, রবিউল আউয়াল মাসের **১২দিন মাদানী মুযাকারা**, রবিউল আখির মাসের **১১ দিন মাদানী মুযাকারা**, রমযান মাসে প্রতিদিন **২টি করে মাদানী মুযাকারা**, যুলহিজ্জাতিল হারাম মাসের **১০ দিন মাদানী মুযাকারা** ইত্যাদি। এই **মাদানী মুযাকারা**য়ও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করে দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য বরকত ও কল্যাণ অর্জন করা যেতে পারে। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে **মাদানী মুযাকারা** দেখার একটি মাদানী বাহার শ্রবন করি এবং আন্দোলিত হই।

মাদানী মুযাকারা আমাকে শুধরে দিলো

ওয়াকেন্ট (পাঞ্জাব) এর ইসলামী ভাই **দাওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হওয়ার পূর্বে অন্যান্য যুবকের ন্যায় অসংখ্য মন্দ স্বভাবে লিপ্ত ছিলো। সিনেমা-নাটক দেখা, খেলা-ধুলায় সময় নষ্ট করা তার প্রিয় শখ ছিলো। ঘরে মাদানী চ্যানেল চলার বরকতে তার **মাদানী মুযাকারা** দেখার সৌভাগ্য নসীব হলো, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **মাদানী মুযাকারা** দেখার বরকতে সেই ইসলামী ভাই নিজের পূর্ববর্তী গুনাহ থেকে তাওবা করে ফরয ও ওয়াজিবের উপর আমলকারী হয়ে গেলো, চেহারায় এক মুষ্টি দাঁড়ি মোবারক সাজিয়ে নিলো এবং মাদানী পোষাককে আপন করে নিলো, **আল্লাহ্ তায়ালা** আরো দয়ায় তার পিতা মাতা তাকে আনন্দচিত্তে **"ওয়াক্ফে মদীনা"** (অর্থাৎ **দাওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের জন্য **আল্লাহ্ তায়ালা**র পথে পেশ) করে দিলো।

গুনাহগারো আ'ও, সীয়াকারো আ'ও, গুনাহোঁ কো দেয়গা ছুড়া মাদানী মাহোল।
পিলা কর মায়ে ইশক দেয়গা বানা ইয়ে, তুমহে আশিকে মুস্তফা মাদানী মাহোল।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

শিক্ষার্থীদের প্রতি স্নেহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় সেই লোকেরা খুবই সৌভাগ্যবান যে, যাঁদের **আল্লাহ্ তায়ালা** এই বিষয়ে তৌফিক দিয়েছেন যে, তারা ইলমে দ্বীন অর্জন করবে। ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদের গুরুত্ব এই জন্য অনেক বেশি, কেননা তারা **আল্লাহ্ তায়ালার** বিশেষ দয়ার পরিবেষ্টিত থাকে। আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ শিক্ষার্থীদের প্রতি খুবই স্নেহ ও ভালবাসা পোষণ করতেন এবং তাঁদের সাথে উত্তম আচরণ করতেন।

তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে: তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ শিক্ষার্থীদের সহিত খুবই স্নেহশীল ও দয়াবান ছিলেন, খুশির দিনে, ঈদের দিনে, তাদের জন্য নতুন নতুন পোষাক বানাতেন এবং নানা রকমের খাবার খাওয়াতেন। আরবী শিক্ষার্থীদের জন্য আরবী খাবার, রাশিয়ান শিক্ষার্থীদের জন্য রাশিয়ান খাবার, বাঙালী শিক্ষার্থীদের জন্য বাঙালী খাবার, সিন্ধি শিক্ষার্থীদের জন্য সিন্ধি খাবার, পাঞ্জাবী শিক্ষার্থীদের জন্য পাঞ্জাবী খাবার। মোটকথা যে শিক্ষার্থীদের যে খাবার কাঙ্খিত হতো তাই রান্না করে তাদের খাওয়াতেন এবং খাইয়ে আনন্দিত হতেন। **(ফয়যানে আ'লা হযরত, ১৮৭ পৃষ্ঠা)**

এক টাকা উপহার

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর সৌভাগ্যবান সাগরিদ মালেকুল উলামা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ জাফরুদ্দিন বিহারী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: আমি সর্বপ্রথম ফতোয়া **১৩২২** হিজরীতে লিখলাম এবং আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর খেদমতে সংশোধনের জন্য পেশ করলাম, সৌভাগ্যক্রমে তা একেবারেই সঠিক ছিলো। আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এই ফতোয়াটি নিয়ে আমার নিকট তাশরীফ নিয়ে এলেন এবং এক টাকা তাঁর মোবারক হাতে প্রদান করে বললেন: মাওলানা! সর্বপ্রথম যখন আমি লিখেছিলাম তখন আমার সম্মানিত পিতা আমাকে শিরনী খাওয়ার জন্য এক টাকা প্রদান করেছিলেন। আজ আপনি যে ফতোয়া লিখেছেন তা আপনার প্রথম ফতোয়া এবং مَاشَآءَاللهُ عَزَّوَجَلَّ তা একেবারে সঠিক। এই জন্যই তাঁরই অনুসরনে আমি আপনাকে এক টাকা শিরনী খাওয়ার জন্য দিচ্ছি, আনন্দে আমার মুখ দিয়ে কথা বের হচ্ছিলো না এবং আমি কিছু বলতে পারছিলাম না, কেননা ফতোয়া পেশ করার সময়

www.dawateislami.net

আমার এই মনোভাব ছিলো যে, **খোদা** জানে, উত্তর সঠিক লিখেছি নাকি ভূল, কিন্তু **আল্লাহ্ তায়ালার** দয়ায় তা সঠিক এবং একেবারে সঠিক ছিলো অতঃপর তার কারণে উপহার পাওয়া তাও আবার এই শব্দগুলো দ্বারা যে, **"আমার সম্মানিত পিতা আমাকে প্রথম ফতোয়ার জন্য উপহার দিয়েছিলেন, তাই আমিও প্রথম ফতোয়া সঠিক হওয়ার কারণে উপহার দিচ্ছি।"** আসলে তা হলো, একজন খাদিমের প্রতি সেই সম্মান প্রদর্শন, যার কোন সীমা নেই, অতঃপর এই সম্মান প্রদর্শন সর্বদা অব্যাহত ছিলো।

(হায়াতে আ'লা হযরত, ১/১১০)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আমাদের আক্বা, আ'লা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ শিক্ষার্থীদের সাথে কিরূপ স্নেহ এবং উত্তম আচরণ প্রদর্শন করতেন। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, আমরাও যেনো ইলমে দ্বীনের শিক্ষার্থীদের প্রতি মমতা প্রদর্শন করি এবং তাদের অধিকহারে খেদমত করি আর তাদের প্রয়োজনগুলো পূরণ করে এর বরকত লাভের সৌভাগ্য অর্জন করি। আসুন! এ ব্যাপারে বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الۡمُبِيۡن আমল লক্ষ্য করি। যেমনটি

বর্ণিত রয়েছে: এক বুযুর্গ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ অন্যান্য ছাত্রদের পড়ানো থেকে অবসর হয়ে নিজের দু'সন্তানকে পড়ানোর জন্য দুপুরের সময় নির্ধারন করেছিলেন, একদিন সেই দু'জন অভিযোগ করলো যে, দুপুরের সময় শরীর দ্রুত ক্লান্ত হয়ে যায় এবং অবসাদ অনুভব হয়, সুতরাং আপনি প্রথমে আমাদের পড়িয়ে দিবেন। একথা শুনে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বললেন: ঐ ছাত্ররা, যেহেতু তারা মুসাফিরও, দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমার কাছে ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য এসেছে, সুতরাং প্রথমে তাদের পড়ানো আবশ্যক, অনুরূপভাবে অন্যান্য ছাত্রদের প্রতি মমত্ববোধের কারণে ঐ দু'সন্তান এমন মর্যাদা অর্জন করলো যে, তারা উভয়ে আপন যুগের অসংখ্য ফুকাহা থেকে অগ্রাধিকার লাভ করলো। **(রাহে ইলম, ৮৪ পৃষ্ঠা)** এমনিভাবে হযরত দাতা গঞ্জে বখশ সৈয়দ আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ নিজের ওস্তাদ হযরত সায়্যিদুনা আবুল আব্বাস আহমদ বিন মুহাম্মদ আশকানী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ এর আলোচনা করে বলেন: আমি তাঁকে খুবই ভালবাসী এবং তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ আমাকে বিশেষভাবে স্নেহ করতেন। **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাদেরও শিক্ষার্থীদের প্রতি ভালবাসা ও মমত্ববোধ সহকারে সাক্ষাত করার তৌফিক দান করুক। **(ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী, ২১ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

হে আলিম কি খেদমত একিনান সা'আদত, হো তৌফিক ইচ কি আতা ইয়া ইলাহী!
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর মোবারক অভ্যাস ছিলো যে, শহরের বাইরে খুবই কম যেতেন, ধারাবাহিক রচনা ও শিক্ষকতা, ফতোয়া প্রদান এবং ওযীফা, ইবাদত ও রিয়াযতে লিপ্ত থাকতেন, কিন্তু ভক্তদের অনুরোধে এবং দ্বীনি প্রয়োজন উপলব্ধি করে নিতান্ত ব্যস্ততার পরও তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দূর দূরান্তে তাশরীফ নিয়ে গিয়ে রোগীর সেবা করতেন, যেমনটি যাকাউল্লাহ্ খান সাহেব رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আ'লা হযরত কখনো কখনো বাইরে তাশরীফ নিয়ে যেতেন।

রোগীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য শহরের বাইরে গেলেন

একবার শেরপুর পিলীভেত জেলার দু'জন ব্যক্তি অনেক বড় ধনী এবং আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খুবই ভক্ত ছিলো, তাদের আত্মিয় কোন মহিলা অসুস্থ হলে শেরপুর থেকে কিছু লোক আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে নিতে আসলো এবং সাথে যাওয়ার জন্য খুবই জোর করলো। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাদের সাথে যাওয়ার ওয়াদা করলেন, স্টেশনে অনেক লোক স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলো, তাঁকে খুবই আরাম ও নিরাপত্তার সহিত নিয়ে গেলেন। যখনই আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সেখানে পৌঁছলেন তখন এক ব্যক্তি আসলো এবং আরয করলো যে, হুযুর! আপনি সম্ভবত ট্রেনে আরোহন করেছেন, আর এদিকে রোগী সুস্থ হতে শুরু করলো। এখন হুযুরের কদম মোবারক এসে গেছে, তবে একেরাবে সুস্থতা অর্জন করবে اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ । আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সেখানে দু'দিন অবস্থান করলেন, **আল্লাহ্ তায়ালার** দয়া ও অনুগ্রহে রোগী সুস্থ হয়ে গেলো, খুবই আদব ও সম্মানের সহিত আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে বিদায় দেয়া হলো। (ফয়যানে আ'লা হযরত, ১৮৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এতো ব্যস্ততার পরও মানুষের মনতুষ্টির জন্য রোগীর সেবা করতেন, নিশ্চয় রোগীর

www.dawateislami.net

প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা সাওয়াবের কাজ এবং অনেক বড় সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু অনেক সময় রোগীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনকারী ব্যক্তি রোগীর প্রশান্তির পরিবর্তে কষ্টের কারণ হয়ে দাড়ায়। বিনা প্রয়োজনে রোগের বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করা, চিকিৎসা বিষয়ে না জানার পর তাকে বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ দেয়া এবং অন্যান্য অহেতুক প্রশ্নাবলী করা রোগীর জন্য কষ্টের কারণ হয়ে যায়, তবে রোগীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করতে যাওয়াতে রোগীর অবস্থার প্রতি সজাগ থাকা আবশ্যক এবং যদি এরূপ অনুভব হয় যে, আমাদের উপস্থিতি রোগীর জন্য কষ্টের কারণ হচ্ছে তবে সেখান থেকে ফিরে আসা উচিৎ, কিন্তু যদি রোগীর পাশে বসাতে তার প্রশান্তি অনুভব হয় তবে বসা উত্তম। যেমনটি হযরত আল্লামা আলী কারী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ লিখেন: যখন এরূপ অনুভব হয় যে, রোগী এই ব্যক্তিকে বেশিক্ষণ বসাকে প্রাধান্য দিচ্ছে, যেমন; সে তার বন্ধু বা কোন বুযুর্গ হয় বা সে তাকে নিজের পরামর্শদাতা মনে করছে, অনুরূপভাবে অন্য কোন উপকার হয় তবে তখন রোগীর পাশে বেশিক্ষণ বসাতে কোন সমস্যা নেই। **(মিরকাতুল মাফাতিহ, কিতাবুল জানায়িয, ৪/৬০, ১৫৯১ নং হাদীসের পাদটিকা)**

সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, আমরাও রোগীর সহমর্মি হওয়ার অভ্যাস গড়ি এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করি। জি হ্যাঁ! কোন রোগী বা দুখীর ঘর বা হাসপাতালে গিয়ে সুন্নাত অনুযায়ী সেবা করা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা তো **মাদানী ইনআমাতেই** অন্তর্ভূক্ত, যেমনটি **মাদানী ইনআম** নং ৫৩ হচ্ছে:

"আপনি কি এ সপ্তাহে কমপক্ষে **একজন রোগী বা অসহায়** ব্যক্তির **ঘরে বা হাসপাতালে গিয়ে** সুন্নাত অনুযায়ী **সহানুভূতি** জানিয়েছেন? এবং তাকে উপহার (চাই তা মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত কোন রিসালা বা লিফলেট হোক) দেয়ার পাশাপাশি **তাবীযাতে আত্তারীয়া** ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন কি?

আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে রোগীর প্রতি সহানুভূতির ফযীলত সম্বলিত কয়েকটি হাদীস শরীফ শ্রবণ করি:

(১) ইরশাদ হচ্ছে: মুসলমান যখন আপন মুসলমান ভাইয়ের সহানুভূতি করতে যায়, তবে ফিরে আসা পর্যন্ত সর্বদা জান্নাতের ফল কুঁড়াতে থাকে।

(মুসলিম, কিতাবুল বিররে..., বাবু ফদলে ইয়াদাতিল মরিদ, ১০৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৫৫৩)

www.dawateislami.net

(২) ইরশাদ হচ্ছে: সর্বোত্তম সহানুভূতি হলো, দ্রুত উঠে যাওয়া।

(শুয়াবুল ঈমান, ৬/৫৪২, হাদীস: ৯২২১)

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: যে কোন রোগীর সহানুভূতি প্রকাশ করে বা **আল্লাহ্ তায়ালার** জন্য নিজের কোন মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়, তবে এক ঘোষনাকারী তাকে উদ্দেশ্য করে বলে যে, খুশি হয়ে যাও, কেননা তোমার এই যাওয়া বরকতময় এবং তুমি জান্নাতে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছো।

(তিরমিযী, কিতাবুল রিরে ওয়াস সিলাহ, বাবু মা'জা ফি যিয়ারাতে..., ৩/৪০৬, নম্বর-২০১৫)

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরও বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকের প্রতি আমল করার এবং মুসলমানের অন্তর খুশি করার নিয়্যতে বুদ্ধিমত্তা সহকারে রোগীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করার তৌফিক দান করুক। اٰمِین بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

মজলিশ মাকতুবাত ও তাবীযাতে আত্তারীয়া

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! রোগীর প্রতি সহানূভূতি প্রদর্শন করতে গেলে তাকে ডাক্তারী চিকিৎসার পাশাপাশি রূহানী চিকিৎসার জন্য তাবীযাতে আত্তারীয়াও (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর পক্ষ থেকে অনুমতি সম্পন্ন তাবীয) সংগ্রহ করারও উৎসাহ দেয়া উচিৎ, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ! আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দাওয়াতে ইসলামী** ১০৪ টিরও বেশি বিভাগে মাদানী কাজ করে যাচ্ছে, এর মধ্যে একটি বিভাগ হচ্ছে **"মজলিশ মাকতুবাত ও তাবীযাতে আত্তারীয়া"**, যা রোগী এবং পেরেশানগ্রস্থ ইসলামী ভাইদের কল্যাণ কামনায় ব্যস্ত রয়েছে। এই মজলিশের পক্ষ থেকে প্রতি মাসে প্রায় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার (১,৫০,০০০) রোগী এবং পেরেশানগ্রস্থ মানুষকে প্রায় চার লাখেরও (৪,০০,০০০) বেশি তাবীয ও আত্তারীয়া ওযীফা **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একেবারে বিনা মূল্যে বিতরন করা হয়।

মনে রাখবেন! তাবীযাতে আত্তারীয়া (আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর পক্ষ থেকে অনুমতি সম্পন্ন তাবীয) এর বরকত শুধুমাত্র কোন বিশেষ এলাকা বা শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং দেশের বিভিন্ন বিভাগের অসংখ্য শহরের এর স্টল বসানো হয় এবং আমাদের দেশ ছাড়াও বিভিন্ন দেশ যেমন; সাউথ আফ্রিকা,

www.dawateislami.net

কানাডা, মারিশাস, আমেরিকা, স্পেন, গ্রীস, হংকং, সাউথ কোরিয়া, আফ্রিকার শহর মুমবাসা, তানযানিয়া, উগান্ডা, ইংল্যান্ডের শহর বেটফোর্ড, বার্মিংহাম, ভারতের বিভিন্ন শহরে তাবীযাতে আত্তারীয়ার অসংখ্য স্টল রয়েছে, এর থেকে প্রতিদিন হাজারো রোগীকে তাবীযাতে আত্তারীয়া **ফি সাবিল্লিাহ্** দেয়া হয়।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

দাতা সাহেবের ওরশ মোবারক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه عَزَّوَجَلَّ ২০শে সফর হযরত সায়্যিদুনা দাতা আলী হাজবেরী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর ওরশ মোবারক। সুতরাং এপ্রসঙ্গে বরকত অর্জনের জন্য তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনা শুনবো। তাঁর নাম "আলী" পিতার নাম হলো "ওসমান"। তাঁর বংশ পরিক্রমা ষষ্ট পূর্বপূরুষে গিয়ে সায়্যিদুশ শুহাদা, রাকিবে দোশে মুস্তফা, হযরত সায়্যিদুনা ইমামে হাসান মুজতাবা رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর সাথে মিলে যায়। (রুযুর্গানে লাহোর, ২২২ পৃষ্ঠা) তাঁর উপনাম হচ্ছে "আবুল হাসান"। (উর্দূ দায়েরাতুল মাআরিফ, ৯/৯১) আর প্রসিদ্ধ ও পরিচিত উপাধী হলো "গঞ্জে বখশ" এবং দাতা সাহেব। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ অনেক বড় আলিমে দ্বীন, তরিকতের শায়খ, ইবাদত গুযার এবং মুত্তাকী বুযুর্গ ছিলেন, তাঁর রচিত কিতাব "কাশফুল মাহজুব" দুনিয়া জুড়ে প্রসিদ্ধ।

সৌভাগ্য মণ্ডিত জন্ম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হুযুর দাতা গঞ্জে বখশ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর সৌভাগ্যময় জন্ম ৪০০ হিজরীতে গযনী শহরে হয়েছিলো। কিছুদিন পর তাঁর পরিবার হাজবেরী মহল্লায় চলে আসেন, এই কারণেই তাঁকে হাজবেরী বলা হয়। (উর্দূ দায়েরাতুল মাআরিফ, ৯/৯১) তাঁর বিষন্নময় ইন্তিকাল ২০শে সফর ৪৬৫ হিজরীতে মারকাযূল আউলিয়া লাহোরের ঐ স্থানে হয়েছিলো, যেখানে তাঁর মাযার মোবারক এবং দোয়া কবুলের স্থান।

"ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী" রিসালা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা দাতা গঞ্জে বখশ رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর ইছালে সাওয়াবের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করার জন্য আসলেই যাদের

www.dawateislami.net

মানসিকতা রয়েছে, মনের মাঝে দৃঢ় নিয়্যত থাকলে হাত উঠিয়ে উচ্চ স্বরে বলুন: اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ । দাতা সাহেবের মোবারক চরিত্র সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা **"ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী"** অবশ্যই অধ্যয়ন করুন, اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ ইলমে দ্বীনের ভান্ডার অর্জিত হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর নৈতিক আচরণ সম্পর্কে মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করলাম যে,

- ❀ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ শরীয়াত বিরোধী কাজ দেখলে তা খুবই সুন্দরভাবে সংশোধন করে দিতেন।
- ❀ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ রাগ করা থেকে বিরত থাকতেন এবং সকলের সাথে খুবই নম্র, মমত্ব এবং উত্তম চরিত্র সহকারে আচরণ করতেন।
- ❀ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ রোগীদের সহানুভূতি প্রদর্শন করতেন।
- ❀ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ গরীবদেরও দাওয়াত গ্রহণ করতেন।
- ❀ আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে যারা গালি দিতো, তাঁকে মন্দ বলতো, তাদের বিরুদ্ধেও তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ প্রতিশোধ মূলক ব্যবস্থা নিতেন না বরং উত্তম চরিত্র প্রদর্শন করতেন।

আল্লাহ্ তায়ালা আমাদেরকেও আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সদকায় মুসলমানদের সাথে উত্তম আচরণ করার তৌফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" **(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৭৫)**

www.dawateislami.net

সুন্নাতে আ'ম করোঁ দ্বীন কা হাম কাম করোঁ,
নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শয়ন ও জাগরণের সুন্নাত ও আদব

❀ শয়ন করার পূর্বে বিছানাকে ভালভাবে ঝেড়ে নিন, যাতে কোন ক্ষতিকর পোকা মাকড় ইত্যাদি থাকলে বের হয়ে যায়, ❀ শয়ন করার পূর্বে এ দোয়াটি পড়ে নিন: اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى **অনুবাদঃ**- হে **আল্লাহ্**! আমি আপনার নামে মৃত্যুবরণ করছি এবং জীবিত হব। (অর্থাৎ শয়ন করি ও জাগ্রত হই)। (বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, পৃষ্ঠা ১৯৬, হাদীসঃ ৬৩২৫) ❀ আসরের পর ঘুমালে স্মরণ শক্তি কমে যায়। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আসরের পর ঘুমায় আর তার বুদ্ধি কমে যায়, তবে সে যেন নিজেকে তিরস্কার করে।" (মুসনদে আবি ইয়ালা, ৪র্থ খন্ড, ২৭৮ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৪৮৯৭) ❀ দুপুরে কায়লুলা (অর্থাৎ কিছুক্ষণ শয়ন করা) মুস্তাহাব। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) ❀ দিনের শুরুতে কিংবা মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ঘুমানো মাকরূহ। (আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) ❀ পবিত্রাবস্থায় ঘুমানো মুস্তাহাব এবং ❀ কিছুক্ষণ ডান পার্শ্ব হয়ে ডান হাত গালের নিচে রেখে কিবলামুখী হয়ে শয়ন করুন এরপর বাম পার্শ্ব হয়ে শয়ন করুন, (প্রাগুক্ত) ❀ শয়ন করার সময় কবরে শয়ন করার কথা স্মরণ করুন। কেননা সেখানে একা শয়ন করতে হবে আপন আমল ব্যতীত কেউ সঙ্গী হবে না, ❀ শয়ন করার সময় **আল্লাহ্**র স্মরণ, তাহলীল ও তাসবীহ পাঠ করতে থাকুন, (অর্থাৎ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ـ سُبْحٰنَ اللهِ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ পড়তে থাকুন) ঘুম আসা পর্যন্ত এভাবে করতে থাকুন কেননা মানুষ যে অবস্থায় শয়ন করে ঐ অবস্থায় উঠে এবং যে অবস্থায় মৃত্যু বরণ করবে কিয়ামতের দিন ঐ অবস্থায় উঠবে। (প্রাগুক্ত) ❀ জাগ্রত হওয়ার পর এ দোয়া পাঠ করুন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ (বুখারী শরীফ, ৪র্থ খন্ড, ১৯৬ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৬৩২৫) **অনুবাদঃ** সমস্ত প্রশংসা **আল্লাহ্**র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করেছেন এবং তারই দিকে আমাদের প্রত্যাবর্তন করতে হবে। ❀ ঐ সময় এ বিষয়ের দৃঢ় সংকল্প করুন পরহিযগারীতা ও তাকওয়া অবলম্বন করব কারো উপর

www.dawateislami.net

জুলুম করব না। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫ম খন্ড, ৩৭৬ পৃষ্ঠা) ❀ যেসব ছেলে ও মেয়ের বয়স ১০ বছর হয়েছে তাদেরকে আলাদাভাবে ঘুমানোর ব্যবস্থা করা উচিৎ বরং এ বয়সের ছেলেকে সমবয়সী কিংবা তার চাইতে বড় পুরুষের সাথে ঘুমাতে দিবেন না। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৩০ পৃষ্ঠা) ❀ স্বামী স্ত্রী যতক্ষণ একসঙ্গে শয়ন করবে তখন দশ বছর বয়সী সন্তানকে নিজের সাথে রাখবে না, সন্তানের যখন যৌন উত্তেজনা আসে তবে সে পুরুষের হুকুমেই পড়বে। (দুররে মুখতার, ৯ম খন্ড, ৬৩০ পৃষ্ঠা) ❀ ঘুম থেকে উঠে প্রথমে মিসওয়াক করুন, ❀ রাতে ঘুম থেকে উঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করাতো সৌভাগ্যের ব্যাপার। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "ফরয নামাযের পর সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে রাতের নামায।" (সহীহ মুসলিম, ৫৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১১৬৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, ২৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং ৪৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দাওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতেঁ কাফেলে মে চলো,
সিখনে সুন্নাতেঁ কাফেলে মে চলো।
হো গী হাল মুশকিলেঁ কাফেলে চলো,
খতম হোঁ শা'মতেঁ কাফেলে মে চলো।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৬৬৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।"

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِیْ عِلْمِ اللّٰہِ

صَلَاۃً دَائِمَۃً بِدَوَامِ مُلْکِ اللّٰہِ

হযরত আহমদ সাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ کَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰی لَہٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।"

(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰھُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْہُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَکَ یَوْمَ الْقِیَامَۃِ

উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস: ৩০)

www.dawateislami.net

(১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاھُوَ اَھۡلُہٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।" (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الۡحَلِیۡمُ الۡکَرِیۡمُ سُبۡحَانَ اللّٰہِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبِّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡم

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

ফরমানে মুস্তাফা صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। (তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

www.dawateislami.net